দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 09 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

শিক্ষাঙ্গন

উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার প্রসার

বাংলাদেশ বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অন্যতম হলেও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য আমাদের আছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার যে স্তরে আমাদের অবস্থান সেখান থেকে লক্ষণীয়ভাবে অগ্রগতি চাইলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। শিক্ষাই আমাদের সামগ্রিক অগ্রগতির প্রধান পূর্বশর্ত। আমাদের সম্পদ সীমিত। কিন্তু এই সীমিত সম্পদের বিভাগ ও সঠিক ব্যবহার নির্ভর করে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এবং কর্মক্ষমতার উপর। আর উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের জন্য প্রকৃত পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে শিক্ষিত জনসমাজ।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রের মত আমাদের দেশ শিক্ষা ক্ষেত্রেও পশ্চাদপদ। দেশের মুষ্টিমেয় জনসাধারণই শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। এখনও দেশের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ মানুষ অক্ষর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। পূর্ণ সাক্ষরদাতার লক্ষ্য থেকে আমাদের অবস্থান এখনো অনেক দূরেতো বটেই, লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হবার পথেও বিস্তর বাধা। শিক্ষা বিস্তার তথা দেশের ব্যাপক মানুষকে অক্ষরের সাথে পরিচিত করার দায়িত্ব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর উপর ন্যস্ত। কিন্তু চাহিদার তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক কম। যা আছে সেগুলোও এত অগণিত সমস্যায় জর্জরিত যে, শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কার্যকর পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যেসব শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্যসংখ্যক দুই বা তিন বছরের মধ্যে বিদ্যালয় ত্যাগ করে যায়, যারা শিক্ষা জীবন শেষ করে তাদেরও একটি বড় অংশ শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে।

এ সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন জনশক্তির ও দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা। এজন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষাকে বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান বিকাশের বাহন রূপে গড়ে তোলার প্রয়োজনও অপরিহার্য।

দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনবরত বিশৃংখলা ও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটার জ্ঞান দান বা জ্ঞানার্জনের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ দুই থেকে তিন বছর পিছিয়ে আছে। একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে এর ফলে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নিরীহ শিক্ষার্থীরা, অভিভাকদের উপর চেপেছে অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা। তাছাড়া সন্তানদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকতে হয়। সেশনজটের ফলে বহু ছাত্র-ছাত্রীর চাকুরীর বয়সও পেরিয়ে যাচ্ছে। এক কথায়, শিক্ষার্থীর মেধা ও সময়ের সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার একটি বিরাট অংশেরও অপচয় ঘটছে এভাবে।

দেশের কল্যাণে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে দেশে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনের বিশৃংখলাসহ শিক্ষা ক্ষেত্রের যাবতীয় বাধা দূর করে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের নিরংকুশ সুযোগও সৃষ্টি করতে হবে। এ দায়িত্ব সরকার, ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক মহলের। সকলের মন, মেজাজ, কথা আর কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকলে শিক্ষার বাঞ্ছিত পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হবে।

—মোজহারুল হক (বাবুল)